

দানকর আইন, ১৯৯০

সূচী

ধারাসমূহ

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা এবং প্রবর্তন
- ২। সংজ্ঞা
- ৩। দানকর ধার্যকরণ
- ৪। কতিপয় দানের ক্ষেত্রে অব্যাহতি
- ৫। দানের মূল্য নিরূপণ পদ্ধতি
- ৬। দানকর নির্ধারণ ও আদায়
- ৭। দানের রিটার্ন
- ৮। কর পরিশোধ
- ৯। বিলম্বে রিটার্ন দাখিল এবং রিটার্ন সংশোধন
- ১০। কর নির্ধারণ
- ১১। খেলাপ ও তথ্য গোপনের জরিমানা
- ১২। আপীল, ইত্যাদি
- ১৩। দাবীর নোটিশ
- ১৪। কর ও জরিমানা আদায়
- ১৫। ভুল সংশোধন
- ১৬। নোটিশ জারী
- ১৭। দানকর কর্তৃপক্ষের জন্য বোর্ডের আদেশ নির্দেশ ইত্যাদি মান্য করা বাধ্যতামূলক
- ১৮। মামলা দায়েরে বিধি-নিষেধ
- ১৯। অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজিরা
- ২০। কতিপয় ক্ষেত্রে আইনের অপ্রযোজ্যতা
- ২১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

তফসিল

দানকর আইন, ১৯৯০

১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন

[২৭ জুন, ১৯৯০]

দানের উপর কর ধার্যকরণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু দানের উপর কর ধার্যকরণ সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা
এবং প্রবর্তন

১। (১) এই আইন দানকর আইন, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১লা জুলাই, ১৯৯০ তারিখে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞা

২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) “আপীলাত ট্রাইবুন্যাল” অর্থ আয়কর অধ্যাদেশের অধীন গঠিত Taxes Appellate Tribunal;

(খ) “আয়কর অধ্যাদেশ” অর্থ Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984);

(গ) “উপ-কর কমিশনার” অর্থ আয়কর অধ্যাদেশে উল্লিখিত Deputy Commissioner of Taxes;

(ঘ) “কর আদায় কর্মকর্তা” অর্থ আয়কর অধ্যাদেশে উল্লিখিত Tax Recovery Officer;

(ঙ) “কর দাতা” বলিতে যাহার দ্বারা দানকর প্রদেয় হয় বা যাহার সম্পর্কে দানকর ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন কোন কার্যধারা গ্রহণ করা হয় বা হইতে পারে তাঁহাকে বুঝাইবে;

(চ) “দান” বলিতে এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় অর্থ বা অর্থমূল্যের প্রতিলাভ ছাড়া কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর বুঝাইবে;

(ছ) “পরিদর্শী যুগ্ম-কর কমিশনার” অর্থ আয়কর অধ্যাদেশে উল্লিখিত Inspecting Joint Commissioner of Taxes;

(জ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি।

(২) এই আইনে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ সংজ্ঞায়িত হয় নাই এবং আয়কর অধ্যাদেশে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে এইরূপ শব্দ বা অভিব্যক্তির অর্থ আয়কর অধ্যাদেশে উহাকে প্রদত্ত অর্থের অনুরূপ হইবে।

৩। এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, ১লা জুলাই, ১৯৯০ সাল হইতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন আর্থিক বৎসরে কৃত সকল দানের উপর তফসিলে বর্ণিত হারে কর ধার্য হইবে।

দানকর ধার্যকরণ

৪। (১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোন ব্যক্তির কৃত দানের উপর এই আইনের অধীন কোন দানকর আরোপযোগ্য হইবে না, যথা :-

কতিপয় দানের ক্ষেত্রে অব্যাহতি

(ক) দানকৃত সম্পত্তি যদি বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত হয়;

(খ) দান যদি সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে করা হয়;

(গ) দান যদি দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নিম্নবর্ণিত কোন তহবিল বা প্রতিষ্ঠানকে করা হয়, যথা :-

(অ) বাংলাদেশে প্রচলিত কোন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অথবা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বা পরিচালিত কোন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসহ যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(আ) সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত বা পরিচালিত অথবা সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন হাসপাতাল;

(ই) সরকার কর্তৃক গঠিত বা অনুমোদিত কোন বন্যা বা দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল;

(ঈ) সাধারণ জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত নয় এমন কোন ব্যক্তিগত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যতীত, ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বা ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত আইনে নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠানকে করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের নিরূপিত মোট আয়ের ২০ শতাংশ বা ১ লক্ষ টাকা, এই উভয়ের মধ্যে যাহা কম হয়;

(ঘ) দান যদি ভরণপোষণের জন্য তাঁহার উপর নির্ভরশীল কোন আত্মীয়ের বিবাহকালে সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকার মূল্য পর্যন্ত করা হয়;

(ঙ) দান যদি পত্নী ব্যতীত, ভরণপোষণের জন্য তাঁহার উপর নির্ভরশীল কোন আত্মীয়কে সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকা মূল্য পর্যন্ত বীমা বা বার্ষিক বৃত্তির পলিসি দ্বারা করা হয়;

(চ) দান যদি উইলমূলে করা হয়;

(ছ) দান যদি মৃত্যু চিন্তায় করা হয়;

^১ দফা (গ) অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(জ) দান যদি পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, আপন ভাই অথবা আপন বোনকে করা হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অব্যাহতি ছাড়াও, কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন আর্থিক বৎসরে কৃত বিশ হাজার টাকা মূল্যের দানের উপর এই আইনের অধীন কোন দানকর ধার্য হইবে না।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন শ্রেণীর দান অথবা যে কোন শ্রেণীর ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন প্রজ্ঞাপিত অব্যাহতি উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে করা যাইবে।

দানের মূল্য নিরূপণ পদ্ধতি

৫। (১) এই আইনের অধীন কর নির্ধারণের জন্য নগদ অর্থ ব্যতীত দান হিসাবে হস্তান্তরিত অন্যান্য সম্পত্তির মূল্য দানের তারিখে উক্ত সম্পত্তি যে মূল্যে খোলা বাজারে বিক্রয় হইতে পারিত সেই মূল্যের সমান অনুমিত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি খোলা বাজারে বিক্রয়যোগ্য না হওয়ার কারণে উপ-ধারা (১) এর আওতায় উহার মূল্য নিরূপণ সম্ভব নহে, সেক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার মূল্য নিরূপণ করা হইবে।

দানকর নির্ধারণ ও আদায়

৬। উপ-কর কমিশনার এবং কর আদায় কর্মকর্তা তাঁহাদের নিজস্ব অধিক্ষেত্রে এই আইনের অধীন দানকর ক্ষেত্রমত নির্ধারণ করিবেন ও আদায় করিবেন।

দানের রিটার্ন

৭। (১) কোন আর্থিক বৎসরে করযোগ্য দান করিয়াছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরবর্তী কর বৎসরের পনরই সেপ্টেম্বরের পূর্বে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে উক্ত দান সম্পর্কিত একটি রিটার্ন উপ-কর কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-কর কমিশনার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে কোন ব্যক্তির কোন আর্থিক বৎসরে কৃত দানসমূহ এই আইনের অধীন দানকরযোগ্য তাহা হইলে তিনি উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, যাহা ত্রিশ দিনের কম হইবে না, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-কর কমিশনার যথাযথ বিবেচনা করিলে এই ধারার অধীন রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বাড়াইতে পারিবেন।

কর পরিশোধ

৮। (১) ধারা ৭ এর অধীন যে সকল ব্যক্তি রিটার্ন দাখিল করেন তাঁহারা, রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্বে, রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধ করিবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে উপ-ধারা (১) এর অধীন কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি খেলাপকারী করদাতা বলিয়া গণ্য হইবেন।

৯। যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৭এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করিয়া থাকেন, অথবা উক্ত ধারার অধীন দাখিলকৃত রিটার্নে কোন সংশোধন প্রয়োজন বোধ করেন, তাহা হইলে তিনি কর নির্ধারণের পূর্বে যে কোন সময় একটি রিটার্ন বা, ক্ষেত্রমত, সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিতে পারিবেন।

বিলম্বে রিটার্ন দাখিল
এবং রিটার্ন সংশোধন

১০। (১) যদি উপ-কর কমিশনার ধারা ৭ বা ৯ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন পরীক্ষান্তে উহা শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ বলিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় দানকর নির্ধারণ করিবেন।

কর নির্ধারণ

(২) যদি উপ-কর কমিশনার উক্তরূপ সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তিনি করদাতাকে নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশে উল্লিখিত তারিখে তাঁহার কার্যালয়ে রিটার্নের স্বপক্ষে প্রমাণাদি পেশ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-কর কমিশনার করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনাক্রমে এবং প্রয়োজনবোধে শুনানী প্রদানের পর করদাতা কর্তৃক প্রদেয় দানকর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৭(২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন অথবা উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর রিটার্নের স্বপক্ষে প্রমাণাদি পেশ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উপ-কর কমিশনার তৎকর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে কর দাতা কর্তৃক প্রদেয় দানকর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১১। যদি কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক উপ-কর কমিশনারের নিকট দাখিলকৃত কোন রিটার্নে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল তথ্য পরিবেশন করেন বা উপ-কর কমিশনারের নিকট হইতে নোটিশ প্রাপ্তির পরও কোন রিটার্ন দাখিল করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উপ-কর কমিশনার তৎকর্তৃক নির্ধারিত দানকরের অনধিক শতকরা ৫০ ভাগ পরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আরোপ করিতে পারিবেন এবং এই জরিমানা দানকরের সহিত আদায়যোগ্য হইবে:

খেলাপ ও তথ্য
গোপনের জরিমানা

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া এবং পরিদর্শী যুগ্ম-কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।

১২। (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন উপ-কর কমিশনার বা কর আদায় কর্মকর্তার কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ যদি আয়কর অধ্যাদেশের অধীন আয়কর সম্পর্কিত কোন আদেশ হইত তাহা হইলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত অধ্যাদেশের অধীন যে কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল

আপীল, ইত্যাদি

করিতে পারিতেন তাঁহার নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং উক্ত আপীল কর্তৃপক্ষের রায় দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন পক্ষ উক্ত আপীল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আয়কর অধ্যাদেশের অধীন আয়কর সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল, রিভিশন বা রেফারেন্স করা যায় সেই সকল কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষেত্রমত আপীল, রিভিশন বা রেফারেন্স করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন আপীল, রিভিশন বা রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের অধীন আপীল, রিভিশন বা রেফারেন্সের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

দাবীর নোটিশ

১৩। এই আইনের অধীন কোন দানকর বা জরিমানা প্রদেয় হইলে উপ-কর কমিশনার উহা প্রদানের জন্য করদাতাকে প্রদেয় কর বা জরিমানা এবং উহা পরিশোধের সময় জানাইয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে দাবীর নোটিশ প্রদান করিবেন।

কর ও জরিমানা
আদায়

১৪। (১) ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত দাবীর নোটিশে উল্লিখিত প্রদেয় দানকর বা জরিমানা উহাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে এবং যদি উহা উক্ত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করা হয় তাহা হইলে করদায়িক খেলাপকারী করদাতা বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন করদাতা ধারা ১২ এর অধীন কোন আপীল দায়ের করিয়া থাকিলে উপ-কর কমিশনার, স্ব-ইচ্ছায় বা আবেদনক্রমে, উক্ত আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত করদাতাকে খেলাপকারী বলিয়া গণ্য নাও করিতে পারিবেন।

(৩) ধারা ১৩ এর অধীন উল্লিখিত দানকর বা জরিমানা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে উহা আয়কর অধ্যাদেশের অধীন আদায়যোগ্য বকেয়া আয়কর বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

ভুল সংশোধন

১৫। উপ-কর কমিশনার বা দানকর সংক্রান্ত আপীল বা রিভিশন শ্রবণকারী কোন কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে যে কোন সময় উক্ত আদেশে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান কোন ভুল সংশোধন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতাকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া দানকর বা জরিমানার পরিমাণ বর্ধিত করিয়া কোন সংশোধন করা যাইবে না।

নোটিশ জারী

১৬। এই আইনের অধীন কোন নোটিশ আয়কর অধ্যাদেশের অধীন কোন নোটিশ যেভাবে জারী করা হয় সেই ভাবে জারী করা হইবে।

দানকর কর্তৃপক্ষের
জন্য বোর্ডের আদেশ
নির্দেশ ইত্যাদি মান্য
করা বাধ্যতামূলক

১৭। এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার এবং কর আদায় কর্মকর্তা আয়কর অধ্যাদেশের অধীন যে সকল কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করেন সেই সকল কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৮। এই আইনের অধীন কর নির্ধারণ বাতিল বা পরিবর্তনের জন্য কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না, অথবা এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

মামলা দায়েরে বিধি-
নিষেধ

১৯। সশরীরে হাজির হওয়ার জন্য তলবপ্রাপ্ত না হইলে এই আইনের অধীন কোন কার্যধারা বা তদন্ত উপলক্ষে কোন উপ-কর কমিশনার বা দানকর সংক্রান্ত কোন আপীল বা রিভিশন শুনানীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষের সমক্ষে হাজির হইবার জন্য তলবপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে হাজির হইতে পারিবেন।

অনুমোদিত প্রতিনিধির
মাধ্যমে হাজিরা

২০। এই আইনের বিধানসমূহ-

কতিপয় ক্ষেত্রে
আইনের অপ্রযোজ্যতা

(ক) কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন স্থাপিত বা গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক কৃত দান;

(খ) আয়কর অধ্যাদেশের SIXTH SCHEDULE এর [Part A] এর Paragraph 1 এবং 2 এর আওতায় করমুক্ত কোন প্রতিষ্ঠান বা তহবিল কর্তৃক কৃত দান

-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২১। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

তফসিল

(ধারা ৩ দ্রষ্টব্য)

দানকরের হার

	হার।
(১) দানের উপর কর অব্যাহতি সীমার অতিরিক্ত মূল্যের পাঁচ লক্ষ টাকার উপর	৫%
(২) প্যারা (১) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত মূল্যের পরবর্তী অতিরিক্ত দশ লক্ষ টাকার উপর	১০%
(৩) প্যারা (২) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত মূল্যের পরবর্তী বিশ লক্ষ টাকার উপর	১৫%
(৪) প্যারা (৩) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত মূল্যের অবশিষ্টাংশের উপর	২০%

^১ “Part A” শব্দ ও বর্ণটি “Part B” শব্দ ও বর্ণটির পরিবর্তে অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।